

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বর্তমান সরকারের গত সাত বছরের অগ্রগতির তথ্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর প্রশাসনাধীন ৭টি সংস্থা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের বিভিন্ন পদে গত ৭ বছরে মোট ৮৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। গত ৭ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৫৯৩৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৪৪টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৩০টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহের কাজ চলমান রয়েছে। গত ৭ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আর্থিক অগ্রগতির হার ছিল ৯৯.৩৩% এবং বর্তমান অর্থ বছর (এপ্রিল ২০১৬) পর্যন্ত অগ্রগতির হার ৬১.৮২%।

বর্তমান সরকারের আমলে গত ৭ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (এনএসটি) ফেলোশিপ খাতে ৬৩১০ জন ফেলো/গবেষকের অনুকূলে ৩৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা খাত থেকে ১৫১৯টি গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে প্রায় ৬৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে MS, PhD ও Post-Doctoral গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্ধারিত রয়েছে ৮৫ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে বিদেশে ৬০ জনকে পিএইচডি ও ৫০ জনকে এমএস এবং দেশে ১০০ জনকে পিএইচডি ও ১৫ জনকে পিএইচডি-উত্তর কোর্স সম্পন্ন করার জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত দেশে ১১১ জন এবং বিদেশে ১১০ জন মোট ২২১ জন গবেষককে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচিকে স্থায়ী রূপদানের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

গত ৭ বছরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কিংডম অব মরক্কো, ভারত এবং রিপাবলিক অব বেলারুশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ২০১৩ সালে রাশিয়ান ফেডারেশনের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে Nuclear Industry Information Centre স্থাপন সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চুক্তি ২৮ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের জন্য বিগত ৭ বছরে মোট ১১ টি আইন, ৩টি প্রবিধানমালা, ১টি নীতিমালা ও ১টি নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখযোগ্য আইনগুলো হচ্ছে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধনী) আইন, ২০০৯ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০ বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাপডক) আইন, ২০১০ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন, ২০১৩ বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫ ও বাংলাদেশ পারমাণবিক কির্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীগণকে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণাদানসহ ডিজিটাল জগতে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলতে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ২,৮১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়।

কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণের লক্ষ্যে ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা উন্নয়নে ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে বিগত জুন ২০১০-এ ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যপদ লাভ।

২০১০ সাল পর্যন্ত মোট ৪৮৭টি উপজেলায় ই-সেন্টার স্থাপন এবং এ সময় পর্যন্ত ৪,৫০১টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে তদানিন্তন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৮৫৯টি বিদ্যুৎ বিহীন ইউনিয়নে সৌরশক্তি চালিত ই-সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক ই-সেবা প্রদানের পথ উন্মোচন করে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা কার্যক্রমসহ সরকারের অন্যান্য কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়।

নভেম্বর ২০১১ সালে ৬৪ জেলাতে একযোগে ই-সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়।

সমুদ্র সম্পদ সনাক্তকরণ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং এর সর্বোচ্চ বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের ভবনাদিসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন ২০১৫ মহান সংসদে পাশ হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে কক্সবাজারে একটি মেরিন এক্যুরিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প সম্পর্কিত কার্যাদি:

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২১ মে ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে একটি MOU ও একটি Framework Agreement স্বাক্ষরিত হয়। রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ও রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে ২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে একটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফরকালে গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের প্রাথমিক কার্যাদির জন্য State Export Credit সংক্রান্ত একটি Agreement সহ প্রকল্পের মূল নির্মাণকাজের অর্থায়নের জন্য পৃথক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি ২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের নির্ধারিত ঠিকাদার এটমস্ট্রয়এক্সপোর্ট-এর সঙ্গে ৪টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন ২০১৫ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। আইন অনুসারে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য Nuclear Power Plant Company Bangladesh Ltd গঠন করা হয়েছে। রূপপুর পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের Atomstroyexport-এর মধ্যে General Contract for main stage of Rooppur RNPP ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন:

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ৬টি প্রকল্পের আওতায় ৬টি অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক স্থাপনার কাজ যথাসময়ে শেষ করেছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ স্থাপনাগুলোর শুভ উদ্বোধন করেন। এ সকল স্থাপনার মধ্যে ট্যান্ডেম এক্সিলারেটর ফ্যাসিলিটিজ, ৩৫০ হাজার কিউরি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি গামা রেডিয়েশন সোর্স, ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (ভিএলএসআই) ল্যাবরেটরি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র বগুড়া, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ ও রংপুরের গবেষণা ও সেবা সম্প্রসারণ ও টিসি ৯৯ কীট উৎপাদন, চট্টগ্রাম পরমাণু শক্তিকেন্দ্র স্থাপন, কক্সবাজারে পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র ও একটি Sterile Insect Unit স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং সাইক্লোট্রন সুবিধাদিসহ পেটসিটি স্থাপন, মংলাবন্দরে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগার স্থাপন ও ইন্স্টাবলিশমেন্ট অফ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন ফিজিক্স প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। বিগত ৭ বছরে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ১৩৯৪টি। পরমাণু চিকিৎসা সেবা জনগণের নিকট সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট এবং ১৪টি পরমাণু চিকিৎসা ও আলট্রাসাউন্ড কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতি বছর তিন লক্ষাধিক রোগীকে পরমাণু চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। বিগত ৭ বছরে প্রায় ২১ লক্ষ ১০ হাজার রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়, যা থেকে মোট আয় হয়েছে প্রায় ৯৬ কোটি টাকা। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে অনুরূপ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। পরমাণু চিকিৎসা সেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তি কাজে লাগাতে পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সুবিধা চালু করা হয়েছে। এ সময়ে পুনর্বাসন শল্য চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য দেশের ১২০টিরও বেশী হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পারমাণবিক রশ্মি প্রয়োগে জীবানুমুক্ত ও প্রক্রিয়াজাত মানব টিস্যু সরবরাহ করা হয়। প্রতিবেদনকালীন সময়ে ৪৯৩০২ সিসি বোন এবং ২০২১৫পিস এমনিয়ন গ্রাফট সরবরাহ করা হয়েছে। যা থেকে আয় হয়েছে ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। এছাড়া ৫১০৭টি Tc^{99m} জেনারেটর এবং ৪৫৪৩.৪০ কিউরি I-131 উৎপাদন করে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ১৫টি পরমাণু চিকিৎসা স্থাপনায় সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও বেসরকারীভাবে পরিচালিত ৫টি হাসপাতাল/ক্লিনিকে এ মেডিকাল রেডিও আইসোটোপসমূহ সরবরাহ করা হয়। এ সময়কালে আমদানীকৃত ৬১৪৮০টি খাদ্যদ্রব্যের নমুনার তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়, যা থেকে মোট ৭৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও অন্যান্য সেবা খাত থেকে প্রায় ১৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর):

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী স্বল্প মূল্যের আর্সেনিক টেস্টিং কিট ও ফরমালিন টেস্টিং কিট উদ্ভাবন, সেচকাজের জন্য ডুয়েল-ফুয়েল (সিএনজি/ডিজেল) ইঞ্জিন মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, বায়োগ্যাস ফাইবার-গ্লাস বায়োগ্যাস ডাইজেষ্টার উদ্ভাবন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য সোলার গ্রিড হাইব্রিডাইজেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। বিসিএসআইআর কর্তৃক বিগত ৭ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৩টি প্রকল্প ও ১টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৭টি প্রকল্প ও ১টি কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে এবং ৬টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। খনিজ দ্রব্যের গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জয়পুরহাটে ইনস্টিটিউট অব মাইনিং মিনারোলজি ও মেটালার্জি (আইএমএমএম) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশ্বমানের কেমিক্যাল মেজারমেন্ট ও ক্যালিব্রেশন করার জন্য ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্ট (ডিআরআইসিএম) স্থাপন করা হয়েছে যা বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রিডেটেড ইনস্ট্রুমেন্টেশন এন্ড ক্যালিব্রেশন সার্ভিস প্রদান করছে। সংস্থাটি আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়েও বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। এছাড়া অণুজীবের সাহায্যে খাদ্যসহ মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদন ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অনুজীব বৈচিত্র সংরক্ষণ প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাত-কারকদের সহযোগিতার লক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্প, টুলস ও বায়োমেটালিক ইমপ্ল্যান্টের জন্য বস্তুর উন্নয়ন প্রকল্প, বিসিএসআইআর-এর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী কেন্দ্রের অ্যানালাইটিক্যাল ও মাইক্রোবিয়াল ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ, ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে চলমান প্রকল্পের মধ্যে স্বল্প মূল্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি উন্নয়ন, ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্ট, বিসিএসআইআর-এর ফাইবার ও পলিমার গবেষণাগার উন্নয়ন, বায়োমেডিক্যাল এবং টেক্সটাইলোজিক্যাল গবেষণার জন্য এ্যানিম্যাল গবেষণাগার আধুনিকীকরণ, শিল্পখাতে বিপুল সম্ভাবনায় বিসিএসআইআর-এর উদ্ভাবিত পণ্য সমূহ বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পাইলট প্লান্ট ইউনিট আধুনিকীকরণ প্রকল্প, বিসিএসআইআর এর প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি প্রকল্প অন্যতম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ সংবলিত বাংলাদেশের উপর নির্মিত ১৫ মিনিটের লার্জ-ফর্ম্যাট ফিল্ম 'এই আমাদের বাংলাদেশ' গত ১৯ আগস্ট ২০০৯ তারিখে উদ্বোধনের পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার-এ প্রদর্শিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিবলে নভোথিয়েটারে নিউক্লিয়ার ইন্ডাস্ট্রি ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এর দ্বারা 3D প্রজেকশন, Safety Model, Dozimeter ইত্যাদির মাধ্যমে পরমাণু শক্তির বিভিন্ন বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ' কর্মসূচির আওতায় ২টি Large-Format Film ক্রয়/ সংগ্রহ/আমদানি করা হয়েছে এবং প্রদর্শন করা হচ্ছে; একটি Smart Step Floor এবং একটি Smart Game ক্রয় ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে; একটি 5D Interactive Edutainment Simulator ক্রয় করা হয়েছে এবং দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক সংগ্রামের উপর ৩০ মিনিট দৈর্ঘ্যের ডিজিটাল ফিল্ম নির্মাণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের মানোন্নয়ন এবং ডিজিটাল চলচ্চিত্র প্রদর্শন সিস্টেম স্থাপন করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৬টি Scientific ও ১৪টি Digital Exhibits এবং একটি ৪০ আসন বিশিষ্ট 5-D movie theatre স্থাপন করা হয়েছে। গত ৭ বছরে ১৪ লক্ষ ০৪ হাজার ২৯৭ জন দর্শনার্থী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার পরিদর্শন করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারকে বিভাগীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর:

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর মোট ৫৭টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ করেছে। মহাকাশবিজ্ঞান বিষয়ক ১৯টি এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক ১টি ডিসপ্লে বোর্ড প্রস্তুত করা হয়েছে এবং Interactive animated Exhibits ২টি আকর্ষণীয় প্রদর্শনী বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করার লক্ষ্যে জাদুঘরের বিদ্যমান গ্যালারিসমূহের সঙ্গে আরও ২টি গ্যালারি সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া ১৭টি বৈদেশিক ও ৮টি দেশীয় প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৬০টি তরুণ বিজ্ঞানী প্রকল্পের মান উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রদর্শনীবস্তুগুলোর মধ্যে লেজার শো, 5D Movie, থ্রিলার রাইডার উল্লেখযোগ্য। প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনভুক্ত ৭৯টি

বিজ্ঞান ক্লাবকে মোট ১০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের সবকয়টি জেলায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১ নামে একটি আইন পাশ হয়েছে। ট্রাস্টের আওতায় বিভাগীয় পর্যায়ে রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগে ‘বিজ্ঞান উন্নয়ন’ শীর্ষক ৩টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া বিভাগীয় পর্যায়ে ‘বিভাগীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ট্রাস্ট থেকে ৩৪৭টি অনগ্রসর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিজ্ঞানাগার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১.০০ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স স্থাপন’ নামক প্রকল্পটি ৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ‘জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর শক্তিশালীকরণ’ কর্মসূচির আওতায় একটি ‘মিউজু বাস’ সংগ্রহ করা হয়েছে। মিউজু বাসের ব্যবহারের জন্য ২৯টি প্রদর্শনীবস্তুসহ ৮.৫ কেভি এ জেনারেটর, অডিও ভিসুয়াল ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মিউজু বাসের সাহায্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ২০০টির বেশী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও আকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ১ লক্ষ ৮০ হাজার দর্শক ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখেছেন। জাদুঘরে টেলিস্কোপের সাহায্যে ৭ বছরে ৬৪৪টি আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ৭ বছরে প্রায় ৩ লক্ষ দর্শক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন। এছাড়া দেশের প্রত্যেকটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ১টি করে বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৮৫টি উপজেলায় বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সাইন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাপডক):

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সাইন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাপডক)-এ বিদ্যমান সার্ভিসসমূহের পাশাপাশি ই-লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ১০টি ডাটা বেইজের মাধ্যমে ওয়েবসাইট (www.bansdoc.gov.bd) ভিত্তিক গবেষণার্থী তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি):

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে (এনআইবি) জৈব-প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি, পরিবেশ ও শিল্প বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উদ্ভিদ যথা: কলা, স্ট্রবেরী, আপেল, কাঁঠাল, নিশিন্দা, স্টিভিয়া, আপাং, কালোকেশী, জার্বেরা, চন্দ্রমল্লিকা, আলু এবং টমেটোর টিস্যু কালচারের মাধ্যমে নীরোগ চারা তৈরির প্রোটোকল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মসলা জাতীয় উদ্ভিদ (এলাচ) এর উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বস্ত্র ও গার্মেন্টস শিল্পে ডিসাইজিং ও বায়োপলিশিং কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিবেশবান্ধব এমাইলেজ ও সেলুলেজ এনজাইম উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এমাইলেজ ও সেলুলেজ এনজাইম উৎপাদনকারী ৪৮টি অনুজীব সংগ্রহ, পৃথকীকরণ ও এনজাইম উৎপাদন সক্ষমতা নির্ণয় করা হয়েছে। চামড়া শিল্পে ব্যবহারের নিমিত্ত পরিবেশবান্ধব কেরাটিনেজ এনজাইম উৎপাদনকারী অণুজীব সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, সনাক্তকরণ এবং এনজাইম উৎপাদন সক্ষমতা নির্ণয়ের কাজ চলমান আছে। জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম হতে স্বল্পব্যয়ে ট্যাক পলিমায়েজ এনজাইম উৎপাদন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মলিকিউলার বায়োটেকনোলজি বিভাগের গবেষণাগারে ডিএনএ প্রোফাইলিং এর সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা হয়েছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে মানব ডিএনএ প্রোফাইলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ধানচাষের জন্য সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব জীবাণু সার উদ্ভাবন ও উৎপাদন শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় দেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিকাল অঞ্চলের পাঁচটি জেলা (গাজীপুর, হবিগঞ্জ, ফেনী, বরিশাল ও রাজশাহী) থেকে ধান গাছের শিকড় ও তদসংলগ্ন মাটির নমুনা সংগ্রহ করে সংগৃহীত নমুনাসমূহকে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রক্রিয়াজাতকৃত শিকড়ের নমুনা হতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া পৃথক করে বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে ধানের চারাতে উক্ত ব্যাকটেরিয়াসমূহ প্রয়োগ করে তাদের নাইট্রোজেন সংবন্ধনমাত্রা নিরূপণের কাজ চলছে। বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির কৃত্রিম প্রজনন এবং বংশগতি উপাদান শূক্ৰাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশন পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণের কার্যক্রম চলমান আছে। ভাঙ্গন (*Labeo boga*) মাছের শূক্ৰাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশন করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ইলিশের বংশগত গঠন প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও প্রজননগত ভিন্নতার বিষয় নির্ণয়ের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন মজুদ হতে ১২০ টি ইলিশের নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ পৃথক, পরিমাপ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইলিশের মাইটোকন্ড্রিয়াল সাইটোক্রোম-বি রিজিওনের প্রাইমার ব্যবহার করে সংগৃহীত ডিএনএ এর পিসিআর প্রোটোকল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইলিশের সিকোয়েন্সিং এর কাজ চলমান আছে।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ:

দেশে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার বাধ্যবাধকতা পূরণকল্পে একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২' নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় এবং উক্ত আইনের আওতায় 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতীয় বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার বিশেষজ্ঞদের মতামতের আলোকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত Site Criteria for the Safety of Nuclear Installations-এর মূল্যায়নের জন্য আইএইএ এর সদর দপ্তর ভিয়েনা, অস্ট্রিয়াতে BAERA-IAEA-এর সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে 'Regulatory Guidance on Site Evaluation for the safety of Nuclear power plant Report প্রণয়ন করা হয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Site Licence-এর জন্য Regulatory Requirement অনুসারে EIA Report মূল্যায়নের লক্ষ্যে খসড়া Standard Review Procedure Document তৈরি করা হয়েছে। EIA Report এ উল্লেখিত কারিগরি তথ্যাদির মান যাচাইয়ের জন্য Quality Manual সংক্রান্ত একটি Document তৈরি করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ২ বছরে ৪৭১টি বিকিরণ লাইসেন্স প্রদান, ৩২৭৪টি লাইসেন্স নবায়ন, ৬৫৭টি পারমিট ও ১০৯টি অনাপত্তি সনদ প্রদান করা হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বর্তমান সরকারের গত সাত বছরের অগ্রগতির তথ্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর প্রশাসনাধীন ৭টি সংস্থা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের বিভিন্ন পদে গত ৭ বছরে মোট ৮৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। গত ৭ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৫৯৩৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৪৪টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৩০টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহের কাজ চলমান রয়েছে। গত ৭ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আর্থিক অগ্রগতির হার ছিল ৯৯.৩৩% এবং বর্তমান অর্থ বছর (এপ্রিল ২০১৬) পর্যন্ত অগ্রগতির হার ৬১.৮২%।

বর্তমান সরকারের আমলে গত ৭ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (এনএসটি) ফেলোশিপ খাতে ৬৩১০ জন ফেলো/গবেষকের অনুকূলে ৩৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা খাত থেকে ১৫১৯টি গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে প্রায় ৬৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে MS, PhD ও Post-Doctoral গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্ধারিত রয়েছে ৮৫ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে বিদেশে ৬০ জনকে পিএইচডি ও ৫০ জনকে এমএস এবং দেশে ১০০ জনকে পিএইচডি ও ১৫ জনকে পিএইচডি-উত্তর কোর্স সম্পন্ন করার জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত দেশে ১১১ জন এবং বিদেশে ১১০ জন মোট ২২১ জন গবেষককে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচিকে স্থায়ী রূপদানের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

গত ৭ বছরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কিংডম অব মরক্কো, ভারত এবং রিপাবলিক অব বেলারুশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ২০১৩ সালে রাশিয়ান ফেডারেশনের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে Nuclear Industry Information Centre স্থাপন সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চুক্তি ২৮ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের জন্য বিগত ৭ বছরে মোট ১১ টি আইন, ৩টি প্রবিধানমালা, ১টি নীতিমালা ও ১টি নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখযোগ্য আইনগুলো হচ্ছে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধনী) আইন, ২০০৯ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০ বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাপডক) আইন, ২০১০ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন, ২০১৩ বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫ ও বাংলাদেশ পারমাণবিক কির্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীগণকে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণাদানসহ ডিজিটাল জগতে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলতে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ২,৮১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়।

কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণের লক্ষ্যে ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা উন্নয়নে ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে বিগত জুন ২০১০-এ ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যপদ লাভ।

২০১০ সাল পর্যন্ত মোট ৪৮৭টি উপজেলায় ই-সেন্টার স্থাপন এবং এ সময় পর্যন্ত ৪,৫০১টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে তদানিন্তন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৮৫৯টি বিদ্যুৎ বিহীন ইউনিয়নে সৌরশক্তি চালিত ই-সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক ই-সেবা প্রদানের পথ উন্মোচন করে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা কার্যক্রমসহ সরকারের অন্যান্য কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়।

নভেম্বর ২০১১ সালে ৬৪ জেলাতে একযোগে ই-সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়।

সমুদ্র সম্পদ সনাক্তকরণ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং এর সর্বোচ্চ বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের ভবনাদিসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন ২০১৫ মহান সংসদে পাশ হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে কক্সবাজারে একটি মেরিন এক্যুরিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প সম্পর্কিত কার্যাদি:

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২১ মে ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে একটি MOU ও একটি Framework Agreement স্বাক্ষরিত হয়। রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ও রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে ২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে একটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফরকালে গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের প্রাথমিক কার্যাদির জন্য State Export Credit সংক্রান্ত একটি Agreement সহ প্রকল্পের মূল নির্মাণকাজের অর্থায়নের জন্য পৃথক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি ২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের নির্ধারিত ঠিকাদার এটমস্ট্রয়এক্সপোর্ট-এর সঙ্গে ৪টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন ২০১৫ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। আইন অনুসারে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য Nuclear Power Plant Company Bangladesh Ltd গঠন করা হয়েছে। রূপপুর পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের Atomstroyexport-এর মধ্যে General Contract for main stage of Rooppur RNPP ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন:

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ৬টি প্রকল্পের আওতায় ৬টি অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক স্থাপনার কাজ যথাসময়ে শেষ করেছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ স্থাপনাগুলোর শুভ উদ্বোধন করেন। এ সকল স্থাপনার মধ্যে ট্যান্ডেম এক্সিলারেটর ফ্যাসিলিটিজ, ৩৫০ হাজার কিউরি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি গামা রেডিয়েশন সোর্স, ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (ভিএলএসআই) ল্যাবরেটরি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র বগুড়া, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ ও রংপুরের গবেষণা ও সেবা সম্প্রসারণ ও টিসি ৯৯ কীট উৎপাদন, চট্টগ্রাম পরমাণু শক্তিকেন্দ্র স্থাপন, কক্সবাজারে পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র ও একটি Sterile Insect Unit স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং সাইক্লোট্রন সুবিধাদিসহ পেটসিটি স্থাপন, মংলাবন্দরে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগার স্থাপন ও ইন্স্টাবলিশমেন্ট অফ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন ফিজিক্স প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। বিগত ৭ বছরে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ১৩৯৪টি। পরমাণু চিকিৎসা সেবা জনগণের নিকট সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট এবং ১৪টি পরমাণু চিকিৎসা ও আলট্রাসাউন্ড কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতি বছর তিন লক্ষাধিক রোগীকে পরমাণু চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। বিগত ৭ বছরে প্রায় ২১ লক্ষ ১০ হাজার রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়, যা থেকে মোট আয় হয়েছে প্রায় ৯৬ কোটি টাকা। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে অনুরূপ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। পরমাণু চিকিৎসা সেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তি কাজে লাগাতে পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সুবিধা চালু করা হয়েছে। এ সময়ে পুনর্বাসন শল্য চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য দেশের ১২০টিরও বেশী হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পারমাণবিক রশ্মি প্রয়োগে জীবানুমুক্ত ও প্রক্রিয়াজাত মানব টিস্যু সরবরাহ করা হয়। প্রতিবেদনকালীন সময়ে ৪৯৩০২ সিসি বোন এবং ২০২১৫পিস এমনিয়ন গ্রাফট সরবরাহ করা হয়েছে। যা থেকে আয় হয়েছে ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। এছাড়া ৫১০৭টি Tc^{99m} জেনারেটর এবং ৪৫৪৩.৪০ কিউরি I-131 উৎপাদন করে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ১৫টি পরমাণু চিকিৎসা স্থাপনায় সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও বেসরকারীভাবে পরিচালিত ৫টি হাসপাতাল/ক্লিনিকে এ মেডিকাল রেডিও আইসোটোপসমূহ সরবরাহ করা হয়। এ সময়কালে আমদানীকৃত ৬১৪৮০টি খাদ্যদ্রব্যের নমুনার তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়, যা থেকে মোট ৭৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও অন্যান্য সেবা খাত থেকে প্রায় ১৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর):

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী স্বল্প মূল্যের আর্সেনিক টেস্টিং কিট ও ফরমালিন টেস্টিং কিট উদ্ভাবন, সেচকাজের জন্য ডুয়েল-ফুয়েল (সিএনজি/ডিজেল) ইঞ্জিন মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, বায়োগ্যাস ফাইবার-গ্লাস বায়োগ্যাস ডাইজেষ্টার উদ্ভাবন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য সোলার গ্রিড হাইব্রিডাইজেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। বিসিএসআইআর কর্তৃক বিগত ৭ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৩টি প্রকল্প ও ১টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৭টি প্রকল্প ও ১টি কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে এবং ৬টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। খনিজ দ্রব্যের গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জয়পুরহাটে ইনস্টিটিউট অব মাইনিং মিনারোলজি ও মেটালার্জি (আইএমএমএম) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশ্বমানের কেমিক্যাল মেজারমেন্ট ও ক্যালিব্রেশন করার জন্য ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্ট (ডিআরআইসিএম) স্থাপন করা হয়েছে যা বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রিডেটেড ইনস্ট্রুমেন্টেশন এন্ড ক্যালিব্রেশন সার্ভিস প্রদান করছে। সংস্থাটি আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়েও বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। এছাড়া অণুজীবের সাহায্যে খাদ্যসহ মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদন ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অনুজীব বৈচিত্র সংরক্ষণ প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাত-কারকদের সহযোগিতার লক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্প, টুলস ও বায়োমেটালিক ইমপ্ল্যান্টের জন্য বস্তুর উন্নয়ন প্রকল্প, বিসিএসআইআর-এর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী কেন্দ্রের অ্যানালাইটিক্যাল ও মাইক্রোবিয়াল ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ, ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে চলমান প্রকল্পের মধ্যে স্বল্প মূল্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি উন্নয়ন, ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্ট, বিসিএসআইআর-এর ফাইবার ও পলিমার গবেষণাগার উন্নয়ন, বায়োমেডিক্যাল এবং টেক্সটাইলোজিক্যাল গবেষণার জন্য এ্যানিম্যাল গবেষণাগার আধুনিকীকরণ, শিল্পখাতে বিপুল সম্ভাবনায় বিসিএসআইআর-এর উদ্ভাবিত পণ্য সমূহ বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পাইলট প্লান্ট ইউনিট আধুনিকীকরণ প্রকল্প, বিসিএসআইআর এর প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি প্রকল্প অন্যতম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ সংবলিত বাংলাদেশের উপর নির্মিত ১৫ মিনিটের লার্জ-ফর্ম্যাট ফিল্ম 'এই আমাদের বাংলাদেশ' গত ১৯ আগস্ট ২০০৯ তারিখে উদ্বোধনের পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার-এ প্রদর্শিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিবলে নভোথিয়েটারে নিউক্লিয়ার ইন্ডাস্ট্রি ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এর দ্বারা 3D প্রজেকশন, Safety Model, Dozimeter ইত্যাদির মাধ্যমে পরমাণু শক্তির বিভিন্ন বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ' কর্মসূচির আওতায় ২টি Large-Format Film ক্রয়/ সংগ্রহ/আমদানি করা হয়েছে এবং প্রদর্শন করা হচ্ছে; একটি Smart Step Floor এবং একটি Smart Game ক্রয় ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে; একটি 5D Interactive Edutainment Simulator ক্রয় করা হয়েছে এবং দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক সংগ্রামের উপর ৩০ মিনিট দৈর্ঘ্যের ডিজিটাল ফিল্ম নির্মাণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের মানোন্নয়ন এবং ডিজিটাল চলচ্চিত্র প্রদর্শন সিস্টেম স্থাপন করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৬টি Scientific ও ১৪টি Digital Exhibits এবং একটি ৪০ আসন বিশিষ্ট 5-D movie theatre স্থাপন করা হয়েছে। গত ৭ বছরে ১৪ লক্ষ ০৪ হাজার ২৯৭ জন দর্শনার্থী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার পরিদর্শন করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারকে বিভাগীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর:

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর মোট ৫৭টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ করেছে। মহাকাশবিজ্ঞান বিষয়ক ১৯টি এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক ১টি ডিসপ্লে বোর্ড প্রস্তুত করা হয়েছে এবং Interactive animated Exhibits ২টি আকর্ষণীয় প্রদর্শনী বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করার লক্ষ্যে জাদুঘরের বিদ্যমান গ্যালারিসমূহের সঙ্গে আরও ২টি গ্যালারি সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া ১৭টি বৈদেশিক ও ৮টি দেশীয় প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৬০টি তরুণ বিজ্ঞানী প্রকল্পের মান উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রদর্শনীবস্তুগুলোর মধ্যে লেজার শো, 5D Movie, থ্রিলার রাইডার উল্লেখযোগ্য। প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনভুক্ত ৭৯টি

বিজ্ঞান ক্লাবকে মোট ১০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের সবকয়টি জেলায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১ নামে একটি আইন পাশ হয়েছে। ট্রাস্টের আওতায় বিভাগীয় পর্যায়ে রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগে ‘বিজ্ঞান উন্নয়ন’ শীর্ষক ৩টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া বিভাগীয় পর্যায়ে ‘বিভাগীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ট্রাস্ট থেকে ৩৪৭টি অনগ্রসর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিজ্ঞানাগার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১.০০ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স স্থাপন’ নামক প্রকল্পটি ৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ‘জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর শক্তিশালীকরণ’ কর্মসূচির আওতায় একটি ‘মিউজু বাস’ সংগ্রহ করা হয়েছে। মিউজু বাসের ব্যবহারের জন্য ২৯টি প্রদর্শনীবস্তুসহ ৮.৫ কেভি এ জেনারেটর, অডিও ভিসুয়াল ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মিউজু বাসের সাহায্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ২০০টির বেশী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও আকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ১ লক্ষ ৮০ হাজার দর্শক ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখেছেন। জাদুঘরে টেলিস্কোপের সাহায্যে ৭ বছরে ৬৪৪টি আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ৭ বছরে প্রায় ৩ লক্ষ দর্শক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন। এছাড়া দেশের প্রত্যেকটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ১টি করে বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৮৫টি উপজেলায় বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সাইন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক):

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সাইন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)-এ বিদ্যমান সার্ভিসসমূহের পাশাপাশি ই-লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ১০টি ডাটা বেইজের মাধ্যমে ওয়েবসাইট (www.bansdoc.gov.bd) ভিত্তিক গবেষণাধর্মী তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি):

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে (এনআইবি) জৈব-প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি, পরিবেশ ও শিল্প বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উদ্ভিদ যথা: কলা, স্ট্রবেরী, আপেল, কাঁঠাল, নিশিন্দা, স্টিভিয়া, আপাং, কালোকেশী, জার্বেরা, চন্দ্রমল্লিকা, আলু এবং টমেটোর টিস্যু কালচারের মাধ্যমে নীরোগ চারা তৈরির প্রোটোকল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মসলা জাতীয় উদ্ভিদ (এলাচ) এর উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বস্ত্র ও গার্মেন্টস শিল্পে ডিসাইজিং ও বায়োপলিশিং কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিবেশবান্ধব এমাইলেজ ও সেলুলেজ এনজাইম উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এমাইলেজ ও সেলুলেজ এনজাইম উৎপাদনকারী ৪৮টি অনুজীব সংগ্রহ, পৃথকীকরণ ও এনজাইম উৎপাদন সক্ষমতা নির্ণয় করা হয়েছে। চামড়া শিল্পে ব্যবহারের নিমিত্ত পরিবেশবান্ধব কেরাটিনেজ এনজাইম উৎপাদনকারী অণুজীব সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, সনাক্তকরণ এবং এনজাইম উৎপাদন সক্ষমতা নির্ণয়ের কাজ চলমান আছে। জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম হতে স্বল্পব্যয়ে ট্যাক পলিমায়েজ এনজাইম উৎপাদন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মলিকিউলার বায়োটেকনোলজি বিভাগের গবেষণাগারে ডিএনএ প্রোফাইলিং এর সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা হয়েছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে মানব ডিএনএ প্রোফাইলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ধানচাষের জন্য সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব জীবাণু সার উদ্ভাবন ও উৎপাদন শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় দেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিকাল অঞ্চলের পাঁচটি জেলা (গাজীপুর, হবিগঞ্জ, ফেনী, বরিশাল ও রাজশাহী) থেকে ধান গাছের শিকড় ও তদসংলগ্ন মাটির নমুনা সংগ্রহ করে সংগৃহীত নমুনাসমূহকে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রক্রিয়াজাতকৃত শিকড়ের নমুনা হতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া পৃথক করে বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে ধানের চারাতে উক্ত ব্যাকটেরিয়াসমূহ প্রয়োগ করে তাদের নাইট্রোজেন সংবন্ধনমাত্রা নিরূপণের কাজ চলছে। বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির কৃত্রিম প্রজনন এবং বংশগতি উপাদান শূক্ৰাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশন পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণের কার্যক্রম চলমান আছে। ভাঙ্গন (*Labeo boga*) মাছের শূক্ৰাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশন করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ইলিশের বংশগত গঠন প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও প্রজননগত ভিন্নতার বিষয় নির্ণয়ের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন মজুদ হতে ১২০ টি ইলিশের নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ পৃথক, পরিমাপ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইলিশের মাইটোকন্ড্রিয়াল সাইটোক্রোম-বি রিজিওনের প্রাইমার ব্যবহার করে সংগৃহীত ডিএনএ এর পিসিআর প্রোটোকল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইলিশের সিকোয়েন্সিং এর কাজ চলমান আছে।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ:

দেশে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার বাধ্যবাধকতা পূরণকল্পে একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২' নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় এবং উক্ত আইনের আওতায় 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতীয় বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার বিশেষজ্ঞদের মতামতের আলোকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত Site Criteria for the Safety of Nuclear Installations-এর মূল্যায়নের জন্য আইএইএ এর সদর দপ্তর ভিয়েনা, অস্ট্রিয়াতে BAERA-IAEA-এর সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে 'Regulatory Guidance on Site Evaluation for the safety of Nuclear power plant Report প্রণয়ন করা হয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Site Licence-এর জন্য Regulatory Requirement অনুসারে EIA Report মূল্যায়নের লক্ষ্যে খসড়া Standard Review Procedure Document তৈরি করা হয়েছে। EIA Report এ উল্লেখিত কারিগরি তথ্যাদির মান যাচাইয়ের জন্য Quality Manual সংক্রান্ত একটি Document তৈরি করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ২ বছরে ৪৭১টি বিকিরণ লাইসেন্স প্রদান, ৩২৭৪টি লাইসেন্স নবায়ন, ৬৫৭টি পারমিট ও ১০৯টি অনাপত্তি সনদ প্রদান করা হয়েছে।